কেরানীগঞ্জে মাদ্রাসা থেকে আত্মঘাতী হামলার বোমা ও বিপুল কেমিক্যাল উদ্ধার



সংগৃহীত ছবি

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে একটি মাদ্রাসায় বিস্ফোরণের পর অভিযান চালিয়ে পুলিশ ৪০০ লিটার তরল রাসায়নিক ও বিস্ফোরক তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে। পুলিশের দাবি, সেখানে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক তৈরির পাশাপাশি আত্মঘাতী ভেস্ট প্রস্তুতের কাজ চলছিল। ঘটনায় এক পরিবারের কয়েকজন আহত হন। মাদ্রাসা পরিচালক পলাতক।

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের হাসনাবাদ এলাকায় অবস্থিত একটি মাদ্রাসায় বিস্ফোরণের ঘটনায় বিপজ্জনক কর্মকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে পুলিশ। ঘটনার পর সেখানে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ তরল রাসায়নিক, ককটেল সদৃশ বস্তু ও বিস্ফোরক তৈরির উপকরণ উদ্ধার করা হয়।

শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা জেলা পুলিশের সুপার মো. মিজানুর রহমান জানান, বিস্ফোরণের পর অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিট ও সিআইডির সহায়তায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, সেখানে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ব্যবহার করে ‘টিএটিপি’ নামের উচ্চমাত্রার বিস্ফোরক তৈরির প্রস্তুতি চলছিল, যা আত্মঘাতী হামলায় ব্যবহৃত হয়।

কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ওসি সাইফুল আলম জানান, বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিট প্রায় ২৫০ কেজি বোমা তৈরির সরঞ্জাম নিরাপদে ধ্বংস করেছে। পাশাপাশি কিছু অপরিশোধিত বিস্ফোরকও উদ্ধার করা হয়।

এর আগে শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে ‘উন্মুল কুরআন ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসা’ ভবনে বিস্ফোরণে মাদ্রাসা পরিচালক শেখ আল আমিন, তার স্ত্রী ও সন্তানসহ কয়েকজন আহত হন। ছুটির দিন হওয়ায় শিক্ষার্থী না থাকায় বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো গেছে।

পুলিশ জানায়, আহতদের হাসপাতালে নেওয়ার পর আল আমিন পালিয়ে যান। তার বিরুদ্ধে আগেও একাধিক মামলা ছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিন নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মূল অভিযুক্ত আল আমিন ও সংশ্লিষ্ট আরেক ব্যক্তিকে ধরতে অভিযান চলছে।